36883 - মুযদালফিার পথে ও মুযদালফিাতে যে ভুলগুলো হয়ে থাকে

প্রশ্ন

মুযদালফিার উদ্দশ্যে যাওয়ার পথে আমাদরেকে কি কি ত্রুটি থকেে বঁচেে থাকার উপদশে দবিনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: আরাফার ময়দান থকেে মুযদালফিায় আসার ক্ষত্রেে যে ভুলগুলো ঘটে থাকে এগুলোর মধ্যে রয়ছে:

এক:

আরাফা থকেে মুযদালফিাতে আসার সময় হাজীসাহবেগণ একে অপররে সাথে ধাক্কাধাক্কি করা। অতি দ্রুত চলা; যার ফলে কখনও কখনও গাড়ীর সাথে এক্সডিনেন্টে হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দান থকেে ধীরস্থরিে রওয়ানা হয়ছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হওয়ার পর তাঁর উটনী ‘কাসওয়া’ এর লাগাম টনেে ধরে তাঁর সম্মানতি হাত দয়িে বলছেনে: ওহে ভাইসব! ধীরে চলুন, ধীরে চলুন। তবে তা সত্ত্বওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনি খালি জায়গা পয়েছেনে দ্রুত চলছেনে। যখন কোন টলিা পার হতনে তখন উটরে লাগাম ঢলি করে দতিনে, যাতে করে উটনীটি উপরে উঠতে পার। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার ক্ষত্রেে পরস্থিতি বিবিচেনায় রাখতনে। কন্তিু, যখন বষিয়টি এমন হবে য, জোরে চলা উত্তম; নাকি আস্তে চলা; সক্ষেত্রেে আস্তে চলাই উত্তম।

দুই:

কছিু কছিু মানুষ মুযদালফিাতে না পৌঁছইে অবস্থান গ্রহণ করনে। বশিষেতঃ যারা হটেঁে হটেঁে যান তারা। হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়নে। যার ফলে তারা মুযদালফিাতে পৌঁছার আগইে অবস্থান গ্রহণ করনে। ফজররে নামায আদায় করা পর্যন্ত তারা সখোনে থকেে যান। এরপর তারা সখোন থকেে মীনার উদ্দশ্যে গমন করনে। যে ব্যক্তি এমনটি করছে তার মুযদালফিাতে রাত্রি যাপন ছুটে গছে। এটি খুবই জঘন্য বষিয়। কারণ মুযদালফিাতে রাত্রি যাপন কোন কোন আলমেরে মত, হজ্জরে একটি রুকন। জমহুর আলমেরে মত, এটি হজ্জরে একটি ওয়াজবি। আর কোন কোন আলমেরে মত, এটি সুন্নত। সঠকি অভমিত হচ্ছ- এটি ওয়াজবি এবং হাজীসাহবেরে কর্তব্য হচ্ছ- মুযদালফিাতে রাত্রি যাপন করা এবং

শরয়িতপ্রণতো যে নর্দিষ্টি সময়রে আগে মুযদালফিা ত্যাগ করার অনুমতি দয়েনি সে সময়রে আগে মুযদালফিা ত্যাগ না করা। অচরিইে সে আলোচেনা আসব।ে

তনি:

কছিু কছিু মানুষ মুযদালফিাতে পৌঁছার আগে পথমিধ্যে সাধারণ অবস্থার মত মাগরবি ও এশার নামায আদায় করে ফলেনে; এটি সুন্নতরে বরখলোফ। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পথমিধ্যে নামলনে এবং প্রস্রাব করে ওযু করলনে তখন উসামা বনি যায়দে (রাঃ) বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ্? তখন তনিি বললনে: নামায সামন।ে"[সহহি বুখারী (১৬৬৯) ও সহহি মুসলমি (১২৮০)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবইে থাকলনে। মুযদালফিাতে পৌঁছে তনিি নামায আদায় করলনে। এশার নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পর তনিি মুযদালফিাতে পৌঁছছেনে। তনিি মাগরবি ও এশার নামায জময়-েতাখরি (বলিম্বে একত্রীকরণ) করে আদায় করছেনে।

চার:

কছিু কছিু মানুষ এশার নামাযরে ওয়াক্ত পার হয়ে গলেওে মুযদালফিাতে না পৌঁছার কারণে মাগরবি-এশার নামায আদায় করনে না। এটি জায়যে নয়; বরং হারাম ও কবরিা গুনাহ। কারণ কুরআন-হাদসিরে দললিরে ভত্তিতি,ে নামাযকে তার নর্দিষ্টি সময় থকেে বলিম্বে আদায় করা হারাম। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "নর্ধিারতি সময়ে নামায আদায় করা মুমনিদরে উপর অবশ্য কর্তব্য।"[সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩] নামাযরে এ সময়সীমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারখো লঙ্ঘন করে সে নজিরে উপর অত্যাচার কর।ে"[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ১] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: "আর যারা আল্লাহ্র সীমারখো লঙ্ঘন করে তারাই যালমি।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৯] অতএব, হাজীসাহবে যদি এই আশংকা করনে য,ে মুযদালফিাতে পৌঁছার আগইে এশার নামাযরে ওয়াক্ত শষে হয়ে যাবে সক্ষেত্রেে তাঁর উপর আবশ্যক হচ্ছ-ে নামায আদায় করে নয়ো। এমনকি মুযদালফিাতে না পৌঁছলওে; তনিি যে অবস্থায় আছনে সে অবস্থাতইে নামায আদায় করে নবিনে। যদি তনিি পদব্রজী হন তাহলে দাঁড়য়িে কয়িাম ও রুক-সজিদাসহ নামায আদায় করে নবিনে। আর যদি আরোহী হন এবং নামা সম্ভবপর না হয় তাহলে গাড়ীতে থকেে হলওে নামায আদায় করে নবিনে। এর দললি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "তোমরা আল্লাহ্কে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর।"[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] যদওি গাড়ী থকেে নামতে না পারার সম্ভাবনাটি একবোরইে দূরবর্তী। কারণ প্রত্যকে মানুষই রাস্তার ডানপার্শ্বে বা বামপার্শ্বে নমেে নামায পড়তে পারনে।

মটোকথা: কারো জন্য মাগরবি ও এশার নামায আদায়ে এত বলিম্ব করা জায়যে হবে না যাতে করে এশার ওয়াক্ত শষে হয়ে যায়– এই যুক্ততিে য,ে তনিি সুন্নাহ্র অনুসরণ করতে চান এবং মুযদালফিাতে না পৌঁছে নামায পড়বনে না। কনেনা এত দরেী করাটা সুন্নাহ্র বরখলোফ। যহেতেু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরেী করছেনে ঠকি; তবে তনিি ওয়াক্তরে মধ্যে

নামায আদায় করছেনে।

পাঁচ:

কছিু কছিু হাজীসাহবে ফজররে নামাযরে ওয়াক্ত হওয়ার আগইে নামায পড়ে ফলেনে। নামায পড়ইে তারা রওয়ানা হয়ে যান। এটি মারাত্মক ভুল। কারণ ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায আদায় করলে নামায কবুল হবে না। বরং তা হারাম কাজ। কনেনা সটেি আল্লাহ্র সীমারখোর লঙ্ঘন। যহেতেু নামাযরে ওয়াক্ত নর্িধারতি। শরয়িত ওয়াক্তরে শুরু ও শষে নর্িধারণ করে দয়িছে। অতএব, কারো জন্য ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায আদায় করা জায়যে নয়।

এ কারণে হাজীসাহবেরে উপর আবশ্যক হল এ বষিয়ে সাবধান থাকা এবং ফজররে ওয়াক্ত হওয়া নশ্চিতি হওয়ার পর বা প্রবল ধারণা হওয়ার পর ফজররে নামায আদায় করা। এটা ঠকি য, মুযদালফিাতে ফজররে নামায আগে আগে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে আগে আদায় করছেনে। কন্িতু এর অর্থ এ নয় য, ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়া হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে হাজীসাহবেগণ সতর্ক থাকুন।

ছয়:

কছিু কছিু হাজীসাহবে মুযদালফিাতে কছিুমাত্র সময়ও অবস্থান না করে মুযদালফিা ত্যাগ করনে। আপনি দখেবনে, তনিি চলার মধ্যইে আছনে এবং অতক্রিম করে যাচ্ছনে; থামছনে না। তনিি বলনে: অতক্রিম করে যাওয়াই তো যথষ্টে। এটি মহা ভুল। কারণ অতক্রিম করা যথষ্টে নয়। বরং সুন্নাহ্ প্রমাণ করে য, হাজীসাহবে মুযদালফিাতে ফজররে নামায পড়া পর্যন্ত অব্স্থান করবনে। এরপর আল-মাশআরুল হারামরে নকিটে অবস্থান করে খুব ফর্সা হওয়া (খুব ফর্সা হওয়া দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ- সূর্যোদয়রে পূর্বে দনিরে আলো ছড়য়িে পড়া) পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবনে। এরপর মীনার উদ্দশ্যে মুযদালফিা ত্যাগ করবনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে মধ্যে যারা শারীরকিভাবে দুর্বল ছলিনে তাদরেকে রাত থাকতইে মুযদালফিা ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেনে। আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) চন্দ্র অস্ত যাওয়ার অপক্ষোয় থাকতনে। চন্দ্র অস্ত গলেে তনিি মুযদালফিা হতে মীনার উদ্দশ্যে রওয়ানা হতনে।

(ওজরগ্রস্তদরে) আগে চলে যাওয়ার সময়টা চন্দ্র অস্ত যাওয়ার সাথে নর্িদষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। কনেনা এটা একজন সাহাবীর আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে যারা দুর্বল ছলিনে তাদরেকে রাতে মুযদালফিা ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেনে; কন্িতু রাতরে কখন তারা মুযদালফিা ত্যাগ করবে সটো তনিি স্পষ্ট করনেনি। এ সাহাবীর এ আমল সে অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দচ্ছি। তাই দুর্বল ও অন্য যাদরে জন্য মানুষরে ভড়িে গমন করা কষ্টকর তাদরে মুযদালফিা ত্যাগ করার জন্য এ সময়টকিে তথা চন্দ্র অস্ত যাওয়াকে নর্িদষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। মাসরে ১০ তারখি রাতরে চন্দ্র নশ্চিতিভাবে মধ্যরাতরে পরইে অস্ত যাবে এবং তখন রাতরে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কটেে যাব।

সাত:

কছিু কছিু মানুষ মুযদালফিার রাত নামায আদায়, কুরআন তলোওয়াত ও যকিরিরে মাধ্যমে কাটায়। এটি সুন্নাহ বরিোধী। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাতে এ ধরণরে কোন ইবাদত করনেনি। বরং সহহি মুসলমিে জাবরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদসিে এসছেে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায আদায় করার পর ফজর হওয়া পর্যন্ত বশি্রাম করছেনে। ফজর হওয়ার পর তনিি ফজররে নামায আদায় করছেনে। এ হাদসি প্রমাণ করে যে, ঐ রাতে কোন তাহাজ্জুদরে নামায, ইবাদত বন্দগেী, তাসবহি, যকিরি-আযকার বা কুরআন তলোওয়াত নইে।

আট:

কছিু কছিু হাজীসাহবে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুযদালফিাতে অবস্থান করনে এবং মুযদালফিাতে ইশরাকরে নামায আদায় করনে; এরপর রওয়ানা হন। এটওি ভুল। কনেনা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শরে খলোফ এবং মুশরকিদরে আদর্শরে মোতাবকে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালফিা থকেে আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়রে আগইে রওয়ানা হয়ছেনে। আর মুশরকিরো সূর্যোদয় পর্যন্ত অপক্ষো করত।

অতএব, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় আল্লাহ্র ইবাদত হসিবেে অপক্ষো করবে সটো মুশরকিদরে সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সাইয়্যদেুল মুরসালনি এর সুন্নতরে খলোফ হবে।